যায়যায়দিন

তারিখ 07 DEC 2006
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২
১৮

অবরোধে জিম্মি চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি শিক্ষার্থীরা

চট্টগ্রাম অফিস

দফায় দফায় অবরোধের যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীরা। সময় মতো পরীক্ষা দেয়া হচ্ছে না। ফলে দীর্ঘায়িত হচ্ছে ছাত্রজীবন। যারা টিউশনি করে পড়ার খরচ চালান, গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকায় ২০ কিলোমিটার দূরের ক্যাম্পাস থেকে শহরে এসে করা হয় না টিউশনিও। ওষুধ-পথ্যসহ প্রয়োজনীয় যে কোনো কেনাকাটা কিংবা একটু বেড়ানোর জন্য শহরে যাওয়ার উপায় নেই। এরই মধ্যে গতকাল বুধবার থেকে আবার নতুন করে শুরু হয়েছে ১৪ দল সমর্থক বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ইউনিভার্সিটি অবরোধ। সাত দফা দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত এ অবরোধ চলবে।

অবরোধকে কেন্দ্র করে ক্যাম্পাস কিংবা শহরের কোথাও কোনো সহিংসতার ঘটনা ঘটেনি। তবে ১৪ দল সমর্থক ছাড়া সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা এ অবরোধের বিরোধিতা করেছেন। তারা বলেছেন, পড়াশোনা করতে এসে আমরা জিম্মি হয়ে গেছি। রাজনীতিবিদরা তাদের দাবি আদায়ের অস্ত্র হিসেবে আমাদের ব্যবহার করছেন। অ্যাকাউন্টিং (অনার্স) তৃতীয় বর্ষের ছাত্র পৃ ২ ›› ক ৪

গতকাল চবি ছাত্রলীগের ডাকা অবরোধে চট্টগ্রামের ষোলশহর স্টেশনে আটকা পড়ে ইউনিভার্সিটি শাটল ট্রেন -যাযাদি

অবরোধে জিম্মি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

আরিফ সামাদ রুবেল ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, অবরোধের কারণে তিন দফা পরীক্ষা পেছানোর পর আজ থেকে ফাইনাল পরীক্ষা শুরু হওয়ার কথা। কিন্তু শাটল ট্রেনে ওঠার পর ছাত্রলীগের ছেলেরা আমাদের নামিয়ে দিল। পরীক্ষা আবার স্থগিত হওয়ায় তার মতো অনেক শিক্ষার্থীই ভীষণ সমস্যায় পড়েছেন বলে জানান তিনি।

এদিকে অবরোধের প্রথম দিনে ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে মিছিল-সমাবেশ করলেও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। ইউনিভার্সিটি প্রশাসন গতকাল রাতে ছাত্রলীগ নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসার কথা রয়েছে বলে জানা গেছে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত বৈঠক শুরু হয়নি।

ইউনিভার্সিটির এক নাম্বার গেট থেকে কোনো বাস ভেতরে ঢুকতে দেয়নি ছাত্রলীগ কর্মীরা। নগরীর ষোলশহর স্টেশন থেকে সকাল সাড়ে ৭টা, সাড়ে ৮টা ও সাড়ে ১০টায় শাটল ট্রেন থেকে ছাত্রছাত্রীদের নামিয়ে দেয়া হয়।

সকাল ৯টায় ষোলশহর স্টেশন ও ১১টায় ইউনিভার্সিটির এক নাম্বার গেটে তারা সমাবেশ ও মিছিল করে। এসব সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ছাত্রলীগ নেতা এরশাদ হোসেন, আবুল মনসুর জামশেদ, মাজেদুর রহমান রাজু, এহসানুল হক মানিক প্রমুখ।

এদিকে অবরোধের কারণে আগামীকাল শুক্রবার থেকে প্রথম বর্ষ (অনার্স) ভর্তি পরীক্ষা শুরু হওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। এ ব্যাপারে ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. মোহাম্মদ মোজাফফর হুসাইন বলেন, পরীক্ষার ব্যাপারে একাডেমিক কমিটি সিদ্ধান্ত নেবে। অবরোধ প্রত্যাহার করার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে বলেও জানান তিনি।